ফণি-মনসা

সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠিছে হিমালয়-চাপা প্রাচী,
গৌরীশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী !
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি।'
মন-যৌবন-জলতরঙ্গ নাচে রে প্রাচীন প্রাচী !

২

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে !
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাজে রথাশ্ব, হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা জাগে,
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে !

৩

যুগে যুগে মরে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,
দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা !
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা !
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা ?

৪

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত।

আজি সম্রাট কালি সে বন্দি,
কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী !
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত !

৫

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কাল তারে বলে পিতা,
চির-বন্দিনী হতেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা।
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা,
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা !
লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহারি আঁখির সুমুখে কাল রাবণের চিতা !

৬

যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হন শ্রীভগবান যে তাঁহারই রথ-সারথি !
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্গাতা
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি !

৭

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগোরে জোয়ান ! ঘুমায়ো না ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি—
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব-দৈত্য তবু মরে নাই,
সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি !
জাগো রে জোয়ান ! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি !

৮

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি
এস নিরস্ত্র বন্দির দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি !

পূজা করে শুধু পেয়েছি কদলী,
এইবার তুমি এস মহাবলী।
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি,
আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

৯

মশা মেরে ঐ গরজে কামান—'বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!'
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি!

হুগলি
কার্তিক ১৩৩২

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী?
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন—'দেড় শত বছর।'...

সপ্ত-সিন্ধু তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘায়,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,

সেখান হতে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হলো কি রক্ষ-পুর?
যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশ-মহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হলো কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব?
তবে এ কিসের আর্ত আরতি,
কিসের তরে এ শঙ্খারাব?...

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দি সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হতে
আরতির তেল এনেছ কি?
হোমানলে দিতে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি?
হায় শৌখিন পূজারী, বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছ ফুঁ,
পুণ্য বেদির শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!

পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দি হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,

বাণীর মুক্ত শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী-পূজা-উপচার বহি?
সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!
তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ,
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ?
তবে তাই হোক। ঢালো অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ!
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক!

হুগলি
মাঘ ১৩৩১

প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়
যায় অতীত
রক্ত-পায়—
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়!

যায় প্রবীণ
চৈতী-বায়,
আয় নবীন
শক্তি আয়।
যায় অতীত্
যায় পতিত্,
'আয় অতিথ্,
আয় রে আয়—'
বৈশাখী-ঝড় সুর হাঁকায়—
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায় !

ঐ রে দিক্-
চক্রে কার
বক্রপথ
ঘুর্-চাকার !
ছুটছে রথ,
চক্র-ঘায়
দিগ্বিদিক
মূর্ছা যায় !
কোটি রবি শশী ঘুর্-পাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায় !

ঘোরে গ্রহ তারা পথ-বিভোল—
'কাল'-কোলে 'আজ' খায় রে দোল !
আজ্ প্রভাত
আনছে কায়,
দূর পাহাড়-
চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
উড়ছে কার
কিংশুকের
ফুল-শাখায়।

ঘুরছে রথ,
রথ-চাকায়
রক্ত-লাল
পথ আঁকায়।
জয়-তোরণ
রচছে কার
ঐ উষার
লাল আভায়,
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়।

গর্জে ঘোর
ঝড়-তুফান
আয় কঠোর
বর্তমান।
আয় তরুণ
আয় অরুণ
আয় দারুণ,
দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়!
ঐ মা অভয়-হাত দেখায়
রাম-ধনুর
লাল শাঁখায়!
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়!
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়!

বর্ষ-সতী-স্কন্ধে ঐ
নাচছে কাল
থৈ তা থৈ!
কই সে কই
চক্রধর,
ঐ মায়ায়
খণ্ড কর।

শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর্
ঐ মায়ায়—
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায় !

কৃষ্ণনগর
৩০শে চৈত্র ১৩৩২

আশীর্বাদ

কল্যাণীয়া শামসুন নাহার খাতুন

জয়যুক্তাসু

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী বসে আছে জ্বালি বিষাদ-বাতির সিন্ধু-দীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হতে আঁখি-দীপ ভরি
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা-আলো প্রভাতী তারার টিপ পরি।
আপনার তুমি জানো পরিচয়—তুমি কল্যাণী তুমি নারী—
আনিয়াছ তাই ভরি হেম-ঝারি মরু-বুকে জমজম-বারি।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য-রূপ—
তুমি আছ, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধ-কূপ।
তুমি আলোকের—তুমি সত্যের—ধরার ধূলায় তাজমহল,—
রৌদ্র-তপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল !
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল-কুসুম।
বন্ধ কারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান—
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লহ স্নেহাশিস—তোমার 'পুণ্যময়ী'র 'শাম্‌স্' পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক ! সুন্দর হোক ! প্রতি ঘরে চির-দীপ্ত রোক।

হুগলি
১৯শে মাঘ ১৩৩১

* শাম্‌স্—সূর্য

মুক্তিকাম

স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম !
সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম !
শোনাও সাগর-জাগর সিন্ধু-ভৈরবী গান ভয়-হরণ,—
এ যে রে তন্দ্রা, জেগে ওঠ্ তোরা, জেগে ঘুম দেওয়া নয় মরণ !
সপ্ত-কোটি কুসন্তান তোরা রাখিতে নারিলি সপ্তগ্রাম ?
খাসনি মায়ের বুকের রুধির ? হালাল খাইয়া হলি হারাম !
মৃত্যু-ভূতকে দেখিলি রে শুধু, দেখিলি না তোরা ভবিষ্যৎ,
অস্ত-আঁধার পার হয়ে আসে নিত্য প্রভাতে রবির রথ !
অহোরাত্রিকে দেখেছে যাহারা সন্ধ্যাকে তারা করে না ভয়,
তারা সোজা জানে রাত্রির পরে আবার প্রভাত হবে উদয়।
দিন-কানা তোরা আঁধারের প্যাঁচা, দেখেছিস শুধু মৃত্যু-রাত,
ওরে আঁখি খোল্, দেখ্ তোরও দ্বারে এনেছে জীবন নব-প্রভাত !
মৃত্যুর 'ভয়' মেরেছে তোদেরে, মৃত্যু তোদের মারেনি, ভাই !
তোরা মরে তাই হয়েছিস্ ভূত, আলোকের দূত হলিনে তাই !
জীবন থাকিতে 'মরে আছি' বলে পড়িয়া আছিস মড়া-ঘাটে,
সিন্ধু-শকুন নেমেছে রে তাই তোদের প্রাণের রাজ-পাটে !
রক্ত-মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকি,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা 'আজো বেঁচে আছি' বল ডাকি !
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দূর,
ঐ হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর !
এ মৃতের দেশে, অমৃত-পুত্র, আনিবে কি সেই অমৃত-ঢল—
যাতে প্রাণ পেয়ে মৃত সাগরের দেশ এ বঙ্গ হবে সচল ?
জ্যান্তে-মরা এ ভীরুর ভারতে চাই না কো মৃত-সঞ্জীবন,
ক্লীবের জীবন-সুধা আনো, করো ভূতের ভবিষ্যৎ সৃজন !

হুগলি
২০শে পৌষ ১৩৩১

সাবধানী ঘণ্টা

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা !
বন্ধু গো, সখা, আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
বন্ধু তোমার ; দাও দাদা দাও তব রূপ-মসি ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি !
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদগারো সখা বন্ধুর শিরে ; তব বুক হোক খালি !
সুদূর বন্ধু, দূষিত দৃষ্টি দূর করো, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে !
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি !
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি !
হে অস্ত্রগুরু ! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়কেতু, হলে কুক্কুর-কুরু-নেতা।
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী,
হারামানন্দে হেরেমে ঢুকেছ হায় হে ব্রহ্মচারী !
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত,—
কোথা সে দিঘির উজ্জ্বল জল, কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা
সেই কাদা মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর-নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং।
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এসো দাদা,
হেরো আরশিতে—বাঁদরের বেদে করেছে তোমায় খ্যাঁদা !
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানি !
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো, করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব,—
হানো বীর তব বিদ্রূপ-বাণ, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম ; যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি,
তুমি যত বলো আমিই সে-রণে জিতিব অস্ত্র-কবি !

তুমি জানো, তুমি সম্মুখ রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে,
রক্ত-অসির কৃষ্ণ মসির যে কোনো যুদ্ধে, ভাই,
তুমি নিজে জানো তুমি অশক্ত, করিয়াছ শুরু তাই
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি
ন্যক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি।
হেরো সখা আজ চারিদিক হতে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ-ক্ষত!
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে!
কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে—
তাহার দাহ তো তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনির চোটে। তুমি পাও কোন সুখ?
দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিছ বন্ধু, কেন এত তব হিয়া দগ্‌দগী জ্বালা?—
হোলির রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা?
তোমার গোপন দুর্বলতারে, ছি ছি করে মসিময়
প্রকাশিলে, সখা, এইখানে তব অতি বড় পরাজয়।
তুমি ভিড়িও না গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল-শকুনের দলে,
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।
ওঠো সখা, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ, নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন।
ওঠো সখা, ওঠো, লহ গো সালাম, বেঁধে দাও হাতে রাখি,
ঐ হেরো শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখি!
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ—
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের নিদারুণ বারিবাহ।
দোতালায় বসি উতলা হয়ো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম ছানি।
বিদ্রূপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেতো জ্বালা?
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অসোয়াস্তিকর!
বন্ধু-গো, এত ভয় কেন? আছে তোমার অকাশ-ঘর!

অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ মলো? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জ্বালি!
বারীন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুমকানি,—ছি ছি, এত অসত্য ও মা,
কেমন করে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখি গো, আমায় ধরো ধরো! মাগো, কত জানে এরা ছল!
সই লো, আমার কাতুকুতু ভাব হয়েছে যে, ঢলে পড়ি!
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না গো, হাত হতে পড়ে ছড়ি!
শ্রমিকের গাঁতি, বিপ্লব-বোমা, আ ম'লো তোমরা মরো!
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনি-বৃত্তি ধরো!
যারা করে বাজে সুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব করে।
এত ইতরামি, বাঁদরামি-আর্ট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেটপাল আর হাউহাউ মরো কেঁদে?
এই নোংরামি করে দিনরাত বলো আর্টের জয়!
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ ভেঙচানো নয়!

আপনার নাক কেটে দাদা এই'পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট, নাকি-সুর, কান রাঙা!
আর্ট ও প্রেমের এইসব মেড়ো মাড়োয়ারি দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহ অসন্তোষের রেখা নাই কোনোখানে!
সব ভুয়ো দাদা, ও-সবে দেশের কিছুই হইবে নাকো,
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখো!—
জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরি হয়েছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনি একদিনে গেছে ছড়ে!
বন্ধু গো! সখা! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ঐ হেরো পথে গুর্খা-সেপাই উড়াইয়া যায় ধূলা!
ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর-প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরির সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটচালা হবে নেড়া!
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই!
আমি বলি সখা, জেনে রেখো মনে কোনো বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনীরই মতো হাতছানি দিয়ে ডাকে।

যত বিদ্রূপই করো সখা, তুমি জানো এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না ; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মতো,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত !
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস !
ততদিন সখা সকলের সাথে করে নাও পরিহাস !

কলিকাতা
কার্তিক ১৩৩২

বিদায়-মাভৈঃ

বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়,
বিশ্বাসী ! বল্ আসবে আবার প্রভাত-রবির জয় !

খণ্ড করে দেখছে যারা অসীম জীবনটাই
দুঃখ তারাই করুক বসে, দুঃখ মোদের নাই।
আমরা জানি, অস্ত-খেয়ায় আসছে রে উদয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

হারাই-হারাই ভয় করেই না হারিয়ে দিলি সব !
মরার দলই আগলে মড়া করছে কলরব।
ঘর-বাড়িটাই সত্য শুধু নয় কিছুতেই নয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

দৃষ্টি-অচিন দেশের পরেও আছে চিনা দেশ,
এক নিমেষের নিমেষ-শেষটা নয়কো অশেষ শেষ।
ঘরের প্রদীপ নিবলে বিধির আলোক-প্রদীপ রয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

জয়ধ্বনি উঠবে প্রাচীন চীনের প্রাচীরে,
অস্ত-ঘাটে বসে আমি তাই তো নাচি রে।
বিদায়-পাতা আনবে ডেকে নবীন কিশলয়,
বিশ্বাসী ! বল্ আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়॥

কলিকাতা
চৈত্র ১৩৩০

বাংলায় মহাত্মা

[গান]

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥

আজ প্রেম-দ্বারকায় ডেকেছে বান
মরুভূমে জাগল তুফান,
দিগ্বিদিকে উপচে পড়ে প্রাণ রে!
তুমি জীবন-দুলাল সব লালে-লাল করলে প্রাণের রং ঢেলে॥

ঐ শ্রাবস্তি ঢল আস্‌ল নেমে
আজ ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে
ওরে আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রক্ষ-অরি রাম খেলে॥

ঐ চরকা-চাকায় ঘর্ঘর-ঘর
শুনি কাহার আসার খবর,
ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে!
ঐ পথের ধূলা ডেকেছে আজ সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে॥

আজ জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি,
এক হলো ভাই বামুন-মুচি,
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হলো শুচি রে!
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম বলে—
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে॥

হুগলি
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

হেমপ্রভা

কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম-প্রভ হলো ধরণী॥

ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
'ম্যয় ভুখা হুঁ'-র ক্রন্দন-রবে
নাচায়ে তুলিলে ধমনী॥

এস বাংলার চাঁদ-সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো॥

শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাংলার
কাটুক আঁধার রজনী॥

মাদারিপুর
২৯শে ফাল্গুন ১৩৩২

অশ্বিনীকুমার

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, 'চল্ আগে চল্'—
'চল্ আগে চল্' গাহে ঘুম-জাগা পাখি,
কুয়াশা-মশারি ঠেলি জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে

এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিনু বীর প্রাতঃস্মরণীয় !
স্বর্গ হতে এ স্মরণ-প্রীতি অর্ঘ্য নিও !
নিও নিও সপ্তকোটি বাঙালির তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব !
আজো তারা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে, দেব ! আজো পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি—নিরস্ত্রের পুঁজি !
মন্দভাষ গাঢ় মসি দিব্য অস্ত্র তার !
'দুই-সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার'
সে শুধু কেতাবি কথা, আজো সে স্বপন !
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদগারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হলো ভূমি !
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি !
কে করিবে নমস্কার ! হায় যুক্তকর
মুক্ত নাহি হলো আজো ! বন্ধন-জর্জর
এ কর পারে না দেব, ছুঁইতে ললাট !
কে করিবে নমস্কার ?
কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান ? রসনা অসাড় !
কথা আছে, বাণী নাই, ছন্দে নাচে হাড় !
ভাষা আছে, আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতিরে নব মন্ত্র দান !
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের আকাল
করিয়াছে হেয় তারে ! লেখনী ও কালি
যত না সৃজিছে কাব্য ততোধিক গালি !
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ পড়ে সে অবশ !
গর্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার ! জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কেটে বসে আছে, হাড়ে খায় চিড়
আর্ত প্রতিধ্বনি তার ! কোথা প্রতিকার !

যারা আছে—তারা কিছু না করে নাচার,
নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি,
তাও নাহি পারি, দেব ! আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী। যাইব কোথায় !
আমার চরণ নহে মম বশে, হায় !
এক ঘর ছাড়ি আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দজাতি হয়ে আছে পর্দা-ঘেরা নারী !
এ লাঞ্ছনা এ পীড়ন এ আত্মকলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ—
তব বরে দূর হোক ! এ জাতির 'পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্বাদ ঝরে !
যে-আত্মচেতনা-বলে যে আত্মবিশ্বাসে
যে-আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন-উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে !
স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আজ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর, শক্তি তব ! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি !
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান-জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না, দিলে বলিদান
আত্মারে জননী-পদে, হাঁকিলে, 'মাভৈঃ !
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই !
ওরে জড়, ওঠ্ তোরা !' জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারি ঢেউ !

অগ্রে তুমি জেগেছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি-দিবা ধরি
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি
বেলাশেষে জাগিয়াছে ! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার !
পশ্চাতে 'অতীত' টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের 'বর্তমান' অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ 'ভবিষ্যৎ',

যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ !
হে প্রেমিক, তব প্রেম-বরিষায় দেশে
এল ঢল বীর-ভূমি বরিশাল ভেসে।
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে ঊষর বঙ্গ তব কাছে হায় !
পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর-নিধনে কবে আসিবে আবার !

হুগলি
মাঘ ১৩৩২

ইন্দু-প্রয়াণ

[কবি শরদিন্দু রায়ের অকালমৃত্যু উপলক্ষে]

বাঁশির দেবতা ! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক !
অমৃত-পাথারে ডুব দিলে তুমি ক্ষীরোদ-শয়ন লভি,
অনৃতের শিশু মোরা কেঁদে বলি, মরিয়াছ তুমি কবি।
হাসির ঝঞ্ঝা লুটায়ে পড়েছে নিদাঘের হাহাকারে,
মোরা কেঁদে বলি, কবি খোয়া গেছে অস্ত-খেয়ার পারে !

আগুন-শিখায় মিশেছে তোমার ফাগুন-জাগানো হাসি,
চিতার আগুনে পুড়ে গেছ ভেবে মোরা আঁখি-জলে ভাসি।
অনৃত তোমার যাহা কিছু কবি তাই হয়ে গেছে ছাই,
অমৃত তোমার অবিনাশী যাহা আগুনে তা পুড়ে নাই।
চির-অতৃপ্ত তবু কাঁদি মোরা, ভরে না তাহাতে বুক,
আজ তব বাণী আন-মুখে শুনি, তুমি নাই, তুমি মূক।

অতি-লোভী মোরা পাই না তৃপ্তি সুরভিতে শুধু ভাই,
সুরভির সাথে রূপ-ক্ষুধাতুর ফুলেরও পরশ চাই।
আমরা অনৃত তাই তো অমৃতে ভরে ওঠে নাকো প্রাণ,
চোখে জল আসে দেখিয়া ত্যাগীর আপনা-বিলানো দান।

তরুণের বুকে হে চির-অরুণ ছড়ায়েছে যত লালী,
সেই-লালী আজ লালে লাল হয়ে কাঁদে, খালি সব খালি !

কাঁদায়ে গিয়াছ, নবরূপ ধরে হয়তো আসিবে ফিরে,
আসিয়া আবার আধো-গাওয়া গান গাবে গঙ্গারই তীরে,
হয়তো তোমায় চিনিব না, কবি, চিনিব তোমার বাঁশি,
চিনিব তোমার ঐ সুর আর চল-চঞ্চল হাসি।
প্রাণের আলাপ আধো-চেনাচেনি দূরে থাকে শুধু সুরে,
এবার হে কবি, করিব পূর্ণ এ কবি-চিত্ত পুরে। ...

ভালোই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় নাকো বলা, গৃহ নয় সে তোমার।
গিয়াছ যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিও সেখানে আধেক আসনখানি।
বন্দি যেখানে শুনিবে তোমার মুক্ত-বন্ধ সুর,—
গঙ্গার কূলে চাই আর ভাবি কোথা সেই সুর-পুর !

গণ্ডির বেড়ি কাটিয়া নিয়াছ অনন্তরূপ টানি,
কারো বুকে আছ মূর্তি ধরিয়া, কারো বুকে আছ বাণী।
সে কি মরিবার ? ভাঙি অনিত্যে নিত্যে নিয়াছ বরি,
ক্ষমা করো কবি, তবু লোভী মোরা শোক করি, কেঁদে মরি।
না-দেখা ভেলায় চড়িয়া হয়তো আজিও সন্ধ্যাবেলা
গঙ্গার কূলে আসিয়া হাসিছ দেখে আমাদের খেলা !

হউক মিথ্যা মায়ার খেলা এ তবুও করিব শোক,
'শান্তি হউক' বলি' যুগে যুগে ব্যথায় মুছিব চোখ !
আসিবে আবারও নিদাঘ-শেষের বিদায়ের হাহাকার,
শাঙনের ধারা আনিবে স্মরণে ব্যথা-অভিষেক তার।
হাসি নিষ্ঠুর যুগে যুগে মোরা স্নিগ্ধ অশ্রু দিয়া,
হাসির কবিরে ডাকিব গভীরে শোক-ক্রন্দন নিয়া !

বহরমপুর জেল
শ্রাবণ ১৩৩০

দিল্-দরদী

[কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'খাঁচার পাখি' শীর্ষক করুণ কবিতাটি পড়িয়া]

কে ভাই তুমি সজল গলায়
গাইলে গজল আফসোসের?
ফাগুন-বনের নিবল্ আগুন,
লাগল সেথা ছাপ পোষের।

দরদ-ভেজা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরান মুলুক বিরান হলো
এমন বাহার-মরসুমে।

সিস্তানের ঐ গুল-বাগিচা
গুলিস্তান আর বোস্তানে
দোস্ত হয়ে দখিন হাওয়া
কাঁদল সে আফসোস-তানে।

এ কোন্ জিগর-পস্তানি সুর?
মস্তানি সব ফুল-বালা
ঝুরল, তাদের নাজুক বুকে
বাজল ব্যথার শূল-জ্বালা।

আব্ছা মনে পড়ছে, যে-দিন
শিরাজ-বাগের গুল ভুলি
শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার
শ্যাম হলে ভাই বুলবুলি,—

কালো মেয়ের কাজল চোখের
পাগল চাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত্ হয়ে কাঁকন চুড়ির
কিঙ্কিণী রিন ঝিন গীতে।

নাচলে দেদার দাদরা তালে,
কার্‌ফাতে, সর্‌ফর্দাতে,—
হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা
'খাঁচার পাখি' 'গর্বাতে'।

চৈতালিতে বৈকালি সুর
গাইলে, 'নিজের নাই মালিক,
আফ্‌সে মরি আফসোসে আহ্‌,
আপ্‌-সে বন্দি বৈতালিক।

কাঁদায় সদাই ঘেরা-টোপের
আঁধার ধাঁধায়, তায় একা,
ব্যথার ডালি একলা সাজাই,
সাথীর আমার নেই দেখা।

অসাড় জীবন, ঝাপসা দু'চোখ
খাঁচার জীবন একটানা।'
অশ্রু আসে, আর কেন ভাই,
ব্যথার ঘায়ে ঘা হানা?

খুব জানি ভাই, ব্যর্থ জীবন
ডুবায় যারা সঙ্গীতেই,
মরম-ব্যথা বুঝতে তাদের
দিল্‌-দরদি সঙ্গী নেই।

জানতে কে চায় গানের পাখির
বিপুল ব্যথার বুক ভরাট,
সবার যখন নওরাতি, হায়,
মোদের তখন দুঃখ-রাত!

ওদের সাথী, মোদের রাতি
শয়ন আনে নয়ন-জল;
গান গেয়ে ভাই ঘামলে কপাল
মুছতে সে ঘাম নাই অঞ্চল।

তাই ভাবি আজ কোন দরদে
পিষছে তোমার কল্‌জে-তল?
কার অভাব আজ বাজছে বুকে,
কল্‌জে চুঁয়ে গলছে জল!

কাতর হয়ে পাথর-বুকে
বয় যবে ক্ষীর সুরধনী,
হোক তা সুধা, খুব জানি ভাই,
সে সুধা ভরপুর-খুনই।

আজ যে তোমার আঁকা-আঁসু
কণ্ঠ ছিঁড়ে উছলে যায়—
কতই ব্যথায়, ভাবতে যে তা
জান ওঠে ভাই, কচ্‌লে, হায়!

বসন্ত তো কতই এল,
গেল খাঁচার পাশ দিয়ে,
এল অনেক আশ নিয়ে শেষ
গেল দীঘল-শ্বাস নিয়ে।

অনেক শারাব খারাব হলো,
অনেক সাকির ভাঙলো বুক!
আজ এল কোন দীপান্বিতা?
কার শরমে রাঙলো মুখ?

কোন দরদি ফিরল? পেলে
কোন হারা-বুক আলিঙ্গন?
আজ যে তোমার হিয়ার রঙে
উঠল রেঙে ডালিম-বন!

জিগর-ছেঁড়া দিগর তোমার
আজ কি এল ঘর ফিরে?
তাই কি এমন কাশ ফুটেছে
তোমার ব্যথার চর ঘিরে?

নীড়ের পাখি ম্লান চোখে চায়,
শুনছে তোমার ছিন্ন সুর ;
বেলা-শেষের তান ধরেছ
যখন তোমার দিন দুপুর !

মুক্ত আমি পথিক-পাখি
আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের
বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের ;

বীণ ছাড়া মোর একলা পথের
প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি,
আঘাত আমার পথিক ভাই।

বেদ্‌না-ব্যথা নিত্য সাথী,—
তবু ভাই ঐ সিক্ত সুর,
দু'চোখ পুরে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত-পুর !

ঝাপসা তোমার দু'চোখ শুনে
সুরাখ্ হলো কলজেতে,
নীল পাথারের সাঁতার পানি
লাখ চোখে ভাই গলছে যে !

বাদ্‌শা-কবি ! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি !

কলিকাতা
আশ্বিন ১৩২৮

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

আজ আষাঢ়-মেঘের কালো কাফনের আড়ালে মুখানি ঢাকি
আহা কে তুমি জননী কার নাম ধরে বারেবারে যাও ডাকি?
মাগো কর হানি দ্বারে দ্বারে
তুমি কোন হারামণি খুঁজিতে আসিলে ঘুম-সাগরের পারে?
'কই রে সত্য, সত্যেন কই' কাতর কান্না শুধু
গগন-মরুর প্রাঙ্গণে হানে সাহারার হা হা ধু ধু!
সত্য অমর, কেঁদো না জননী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-বনে মা, কমল তুলিতে কবি!

ও কে ক্রন্দসী হায় মুরছিয়া পড়ে অশ্রু-সিন্ধু তীরে
গেল সহসা নিশীথে বাণীর হাতের বেয়ালার তার ছিঁড়ে।
আহা, কোন ভিখারিণী এ রে
কাহারে হারায়ে নিখিলের দ্বারে ফরিয়াদ করে ফেরে?
সতীর কাঁদনে চোখ খুলে চায় ঊর্ধ্বে অরুন্ধতী,
নিবিড় বেদনা ম্লান করে আনে রবির কনক-জ্যোতি।
সত্য অমর, কাঁদিয়ো না সতী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি।

আজ সারথি হারায়ে বিষাদে অন্ধ ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো পুরোহিত-হারা ভারতী-দেউলে বন্ধ পূজা-আরতি।
ওরে মৃত্যু-নিষাদ ক্রূর
বিষাদ-শায়ক বিঁধিয়া করেছে বাংলার বুক চুর!
নিভে গেল মঙ্গল-দীপ-শিখা, বঙ্গবাণীর আলো,
দুলে দশদিকে শুধু দিশেহারা অশ্রু অতল কালো!
'সত্য' অমর! কাঁদিও না কবি, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি।

শ্বেত বৈজয়ন্তী উড়ে চলে যায় মৃত্যুরও আগে আগে,
ওরে সে চির-অমর, মৃত্যু আপনি তারি পায়ে প্রাণ মাগে।
তাই ঐ বাজে জয়-ভেরী
স্বর্গ-দুয়ারে, ওঠে জয়ধ্বনি, 'জয় সুত অমৃতেরি'!

কাঁদিসনে মাগো, ঐ তোর ছেলে মাতা সারদার কোলে
শিশু হয়ে পুন দুধ-হাসি হেসে তোরে ডেকে ডেকে দোলে!
'সত্য' অমর, কাঁদিও না কেহ, আসিবে আবার রবি,
মা বীণাপাণির সোহাগ আনিতে স্বর্গে গিয়াছে কবি।

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৯

সত্য-কবি

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চলে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দলে।
যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয়-তোরণ-দোরে
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টিকা,
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায়, দীপ্ত তাহারি শিখা!

মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল ধারা,
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিভে গেছে সব বাতি,
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি!

হেন দুর্দিনে বেদনা-শিখার বিজলি-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারেবারে তব দীপ নিবে যায়, জ্বালো তুমি বারেবারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপিতারে চাবুক মারে!
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ শিখার কবির দীপান্বিতা?

কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দু-মুঠো ছাই!
ডাক দিয়ো নাকো, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই!

ডাক দিয়ো নাকো, মূর্ছিতা মাতা ধূলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি ঘুমায়েছে কান্তা কবির, জাগিয়া উঠিবে পাছে!
ডাক দিয়ো নাকো, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!

আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী?
সত্য-কবির সত্য জননী ছন্দ-সরস্বতী?
ঝলসিয়া গেছে দু-চোখ মা তোর তারে নিশিদিন ডাকি',
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি?
সাত কোটি এই ভগ্ন কণ্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী!
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল দু-হাত তুলে?
কোল মিলেছে মা, শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী-কূলে!

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কাল যে আছিল মধ্য-গগনে, আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তরের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ পার সে দেখায় কিরণের ইশারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া?
হুতাশিয়া ফেরে পূরবীর বায়ু হরিৎ-হুরির দেশে
জর্দা-পরির কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে!
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবে না আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে!

'তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ-রক্ত-রাগে,
ফুল্ল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবজি-বাগে,
আজিও 'তীর্থরেণু ও সলিলে' 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা,
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা'-রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বলিয়া উঠিল 'অভ্র-আবির' ফাগুয়ায় 'হোমশিখা',—
বহ্নি-বাসরে টিট্‌কারি দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা'—
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হলো ছাই!
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলাল ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা!

উন্নতশির কালজয়ী মহাকাল হয়ে জোড়পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি !
আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালি বিধির ডাক এল তাই চলে গেল আন্-কাজে।
ওগো যুগে যুগে কবি, ও-মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।
ধরায় যে-বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকি
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি !
সব বুঝি ওগো, হারা-ভিতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়তো যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবি।

তাই ভাবি, আজ যে-শ্যামার শিস খঞ্জন-নর্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুন কোন্ নন্দন-বন !
চোখে জল আসে, হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ-দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি চাহিল বাঙালি নির্নিমিখ।
বাঁশিতে তোমার বিষাণ-মন্দ্র রণরণি ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয় !

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিকো কভু, তাই
বলদর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই !
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকির বাজারে আমরণ তুমি রয়ে গেলে কবি খাঁটি,
মাটির এ দেহ মাটি হলো তব সত্য হলো না মাটি।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে-দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্যবাদক বালক।

কে দিবে আঘাত? কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্যপ্রাণ?
আপনারে হেলা করি—করি মোরা ভগবানে অপমান।
বাঁশি ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি।
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখোনি খাতিরদারি!
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করোনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলোনিকো দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করোনিকো নিগড়ের পায়, ভয়েতে মানোনি হার।
অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়-গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।
হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন-মাধুরী পিয়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া!
তোমার প্রয়াণে উঠিল না কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল।
স্বর্গে বাদল-মাদল বাজিল, বিজলি উঠিল মাতি,
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাতি।
কেহ নাহি জাগি, অর্গল-দেওয়া সকল কুটির-দ্বারে
পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে!

নিশীথ-শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস-পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালালো ঐ চিতা!
ভগবান! তুমি চাহিতে পারো কি ঐ দুটি নারী পানে?
জানি না, তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে!

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৯

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ গীতি

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

চপল চারুণ বেণু-বীণে তার
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হলো নাকো আর
উঠিল চিত্ত দুলে,
তারি ডাক-নাম ধরে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন সর্বনাশী
বিষাণ কবির গুমরি উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশি।
আঁখির সলিলে ঝলসানো আঁখি
কূলে কূলে ভরে ওঠে থাকি থাকি,
মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখি
মৃত্যু-আফিম-ফুলে
কোন ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে পড়েছিল ঘুমে ঢুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির-বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধারা!
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি,
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি,
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী
চিতার অগ্নি-শূলে!
পুন নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে।
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৯

সুর-কুমার

[দিলীপকুমারের ইউরোপ যাত্রা উপলক্ষে]

বন্ধু তোমার স্বপ্ন-মাঝে ডাক দিল কি বন্দিনী
সপ্ত সাগর তেরো নদীর পার হতে সুর-নন্দিনী!

বীণ-বাদিনী বাজায় হঠাৎ যাত্রা-পথের দুন্দুভি;
অরুণ আঁখি কইল সাকি, 'আজকে শরাব মুলতুবি !'

সাগর তোমার শঙ্খ বাজায়, হাতছানি দেয় সিন্ধু-পার,
গানের ভেলায় চললে ভেসে রূপকথারই রাজকুমার !

যক্ষ-লোকে রূপার মায়ায় রূপ যথা আজ সুপ্ত, হায় !
লয়ে সুরের সোনার কাঠি দিগ্বিজয়ে যাও সেথায়।

বন্দি-দেশের আনন্দ-বীর ! আনবে তুমি জয় করি
ইন্দ্রলোকের উর্বশী নয় কণ্ঠলোকের কিন্নরী।

শ্বেতদ্বীপের সুর-সভায় আজকে তোমার আমন্ত্রণ,
অস্ত্রে যারা রণ জেতেনি বীণায় তারা জিনল মন।

কণ্ঠে আছে আনন্দ-গান, হস্ত-পদে থাক শিকল ;
ফুল-বাগিচায় ফুলের মেলা, নাই-বা সেথা ফলল ফল।

বৃত্ত-ব্যাসে বন্দি তবু মোদের রবির অরুণ-রাগ
জয় করেছে যন্ত্রাসুরের মানব-মেধের লক্ষ যাগ।

ছুটছে যশের যজ্ঞ-ঘোড়া স্পর্ধা-অধীর বিশ্বময়,
তোমার মাঝে দেখব বন্ধু নূতন করে দিগ্বিজয়।

বীণার তারে বিমান-পারের বেতার-বার্তা শুনছি ঐ
কণ্ঠে যদি গান থাকে গো পিঞ্জরে কেউ বন্ধ নই।

চলায় তোমার ক্লান্তি তো নাই নিত্য তুমি ভ্রাম্যমাণ,
তোমার পায়ে নিত্য নূতন দেশান্তরের বাজবে গান।

বধূর মতন বিধুর হয়ে সুদূর তোমায় দেয় গো ডাক,
তোমার মনের এপার থেকে উঠল কেঁদে চক্রবাক !

ধ্যান ভেঙে যায় নবীন যোগী, ওপার পানে চায় নয়ন,
মনের মানিক খুঁজে ফেরো বনের মাঝে সর্বক্ষণ।

দূর-বিরহী, পার হয়ে যাও সাত সাগরের অশ্রুজল,
আমরা বলি—যাত্রা তোমার সুন্দর হোক, হোক সফল !

কলিকাতা
৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৩

রক্ত-পতাকার গান

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ! ...
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান !
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥
শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি ফোটে কুসুম,
নব-বসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ-সহস্র বছরেরে হানো মৃত্যু-বাণ।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !

চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বন্ধমন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও ঊর্ধ্বে,
গাহ রে গান !
লাল নিশান ! লাল নিশান !

কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩৩৪

অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত

জাগো অনশন-বন্দি, ওঠো রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত !
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার !
ভেদি দৈত্য-কারা
আয় সর্বহারা !
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত ॥

কোরাস্ :

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী।

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥

কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩৩৪

জাগর-তূর্য

[শেলির ভাব-অবলম্বনে]

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী !
অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সূত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মা'র সন্তাপ-হারী॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মতো
ওঠ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত !
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী॥

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ-মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেলো সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির-বারি।
উহারা ক'জন ? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী॥

কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩৩৪

যুগের আলো

নিদ্রা-দেবীর মিনার-চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুনছি আরাব,—
পান করে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব !
উষায় যারা চমকে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো ! তাদের বলো, প্রথম উদয় এম্‌নি লাগে !
সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রঙটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সীমন্তে লাল সিঁদুর পরে আসছে হেসে জয়ন্তিকা !

ঢাকা
১৭ই ফাল্গুন ১৩৩৩

পথের দিশা

চারদিকে এই গুণ্ডা এবং বদ্‌মায়েশির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ করে এই বক্র-পথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন অভিযান করবি, শুনি?
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্যের এই হোরি-খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট-মেলায়
বাংলাদেশও মাতল কি রে? তপস্যা তার ভুলল অরুণ?
তাড়িখানার চিৎকারে কি নামল ধুলায় ইন্দ্র বরুণ?
ব্যগ্র-পরান অগ্রপথিক, কোন বাণী তোর শুনাতে সাধ?
মন্ত্র কি তোর শুনতে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা-নিনাদ?

নরনারী আজ কণ্ঠ ফেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস ধরে
ভাবছে তারা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি করছে জোরে?
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সওয়ারি
আসছে কেহ? টুটল তিমির, খুলল দুয়ার পুব-দুয়ারি?
ভগবান আজ ভূত হলো যে পড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে!
বাঁচাতে তায় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ?
ধুলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ?
মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?
জানিস যদি, খবর শোনা বদ্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঁঠে, দাড়ির ঝোপে!
নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,
থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী,
মাতালদের ঐ ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি!
জাতির পরান-সিন্ধু মথি স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের করতেছে ভাগ-বাঁটোয়ারা,

বিষ যখন আজ উঠল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তাঁরা মেটান তৃষা !
শ্মশান-শবের ছাইয়ের গাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে,
ভাঙন-দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুজে !
রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী,
আনিস খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্গপাণি !

কলিকাতা
১৬ই চৈত্র ১৩৩৩

যা শত্রু পরে পরে

রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবে না কভু মৃত্যু-ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায় !
চেয়ে দেখ্ ঐ ধূম্র-চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায় !
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রিক প্যারি—সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য ! —দেখবি আয় !

২

অর্ধপৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ-রজ্জুপাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস—
তাদের সে লোভ-বহ্নিশিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস !
যে আগুনে তারা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরি সর্বনাশ !
আপনার গলে আপন ফাঁস !

৩

এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধবে বল?
আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।
ওঝা ডেকে আর বল কি ফল?
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শকুন,
রে ভারতবাসী, চল্ রে চল্!
এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই বসে কি রবি কেবল?
আসে ঘনঘটা ঝড়-বাদল!

৪

ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন!
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন!
ধর্ম-কলহ রাখো দু'দিন!
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডুষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবে না ফিরে এই সুদিন!
বদনা-গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন।

৫

ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি করে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস্,
শত্রু যখন যায় পরে পরে—নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস!
ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব-রিষ।
কলহ করার পাইবি সময়,
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয়!
হাতে হাত রাখ্, ফেল্ হাথিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা-বিষ!
নব-ভারতের এই আশিস!

৬

নারদ নারদ! জুতো উল্টে দে! ঝগড়েটে ফল খুঁজিয়া আন্।
নখে নখ বাজা! এক চোখ দেখা! দু-কাটি বাজিয়ে লাগাও গান!

শত্রুর ঘরে ঢুকেছে বান!
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ টেনে আন্ আন্ রে তাজিয়া,
পূজা দে রে তোরা, দে কোরবান!
শত্রুর গোরে গলাগলি কর্ আবার হিন্দু-মুসলমান!
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান!

কৃষ্ণনগর
আশ্বিন ১৩৩৩

হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ

মাভৈ! মাভৈ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান-গোরস্থান!
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!

২

মরিছে হিন্দু, মরে মুস্‌লিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ-মরণে নাহি লাজ।
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা—কাহার দম্ভ হয়েছে কত দারাজ!
কে মরিবে কাল সম্মুখ-রণে, মরিতে কারা নারাজ।

৩

মূর্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,
উঠিবে অমৃত, দেরি নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।

থামিসনে তোরা, চালা মন্থন !
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন ;
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল।
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, নড়েছে খোদার কল।

৪

আজি ওস্তাদে-শাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু ভারতেরে নির্ভয়।
হেরিতেছে কাল,—কব্জি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কি-না টুটি
মারিতে মারিতে কে হলো যোগ্য, কে করিবে রণ-জয় !
এ 'মক্ ফাইটে' কোন সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয় !

৫

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ-কাঁথা !
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি, বকিছে প্রলাপ যা-তা !
হায়, এই সব দুর্বল-চেতা
হবে অনাগত বিপ্লব-নেতা !
ঝড়-সাইক্লোনে কি করিবে এরা ! ঘূর্ণিতে ঘোরে মাথা ?
রক্ত-সিন্ধু সাঁতরিবে কারা—কা'রে পরীক্ষা ধাতা।

৬

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির-মস্‌জিদ,
পরাধীনদের কলুষিত করে উঠেছিল যার ভিত !
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয় !
স্বাধীন হাতের পূত মাটি দিয়া রচিবে বেদি শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া ? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিদ !

৭

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার !

উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার !
ভারত-ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার !

৮

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া !
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয়-কেতন উড়া !
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া !

কৃষ্ণনগর
৯ই আশ্বিন ১৩৩৩